বিলি ওয়াইলডার

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯০৬ সালের ২২শে জুন অষ্ট্রিয়ার সূচা শহরে জন্মগ্রহণ করেন; শহরটি বর্তমান পোল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীকালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহন করে অড্রে ইয়াংকে বিবাহ করেন। সিনেমায় পরিচালক হিসেবে যুক্ত হওয়ার আগে তিনি ভিয়েনায় এবং ১৯২৬ সাল থেকে বার্লিন শহরে সাংবাদিক হিসাবে কর্মরতছিলেন। ১৯২৯ সালে Menschen in Sontangছবিতে রবার্ট ও কূর্ট সিওড্মার্ক এবং পরবর্তীকালে এড্গার ইলমার, ফ্রেড জিনেম্যান প্রমুখ বিখ্যাত পরিচালকদের সহযোগী হিসেবে কাজ করেন ; উপরন্তু ১৯২৯ - ৩৩ সাল পর্যন্ত জার্মানীর UFA স্টুডিওতে মূলত চিত্রনাট্যকার হিসেবে কাজ করেন। পরিচালক হিসেবে তাঁর ছবিগুলি হলো। ১৯৩৩- Mauvaise Graine (প্যারিসে নির্মিত), ১৯৪২--The Major and the Minor, 1943 – Five graves to Cairo, 1944 – Double Indemnity, 1945 – The Lost Weekend, 1948 – Emperor Waltz, 1950 – Sunset Boulevard, 1951- The Big Carnival, 1953 – Stalag – 17, 1953 – Sa brina , 1955 – The Seven year Itch, 1959 – Some like it Hot, 1960 – The Appartment, 1970 – The Private life of Sherlick Holmes, 1972 – Avanti, 1974 – The Front Page, 1978 – Fedora, 1981 – Buddy Buddy .

১৯৩৩ সালে হলিউডে বসবাসের সময়ে তিনি প্যারামাউন্ট, টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরী এবং কলম্বিয়া করপোরেশন কর্তৃক চিত্রনাট্য রচনার আমন্ত্রণ পান এব চার্লস ব্র্যাকেটের সহযোগিতায় [Bluebeard's Eighth Wife] (১৯৩৭)ছবিটি পরিচালনা করেন। ছবির পরিচালক হিসেবে ওয়াইডার প্রায় প্রত্যেকেরই অসন্তোষ ও বিরক্তির উদ্রেক করেন। তিনি দর্শকের অসন্তোষ সৃষ্টি করার ফলে তারা তাঁর একাধিক ছবি একদিকে যেমন বয়কট করেন আবার অন্যদিকে ছবি দেখাতে দলে দলে ভিড় করেন। তিনি সাংবাদ মাধ্যমের অসন্তোষ সৃষ্টি করেন দি বিগ কার্ণিভাল ছবিতে ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসকে এ ফরেন অ্যাফেয়ার -এ, হলিউড চিত্রজগতকে সান্সেট বুলোভার্ড ছবিতে এবং ধর্মীয় নেতাদের অসন্তোষ উদ্রেক করেন কিস্ মি ষ্টুপিড ছবিতে। এমন কি তিনি যখন সোজাসাপটা রোমান্টিক প্রেমের গল্প বলছেন দি এম্পারার ওয়াল্ৎস ছবিতে সেখানেও আত্মসংবরণ করতে পারেন না একজোড়া কুকুরের ক্যামোত্তেজনা দেখাতে । দি পোস্টম্যান অল্যয়েজ রিংস টোয়াইস ছবিতে একই আচরণ তাঁর লোভ ও কামনার সততার চিত্রণে। দি অ্যাপার্টমেন্ট ছবিতে জ্যা লেমন লোলুপভাবে নিজেকে হেয় করেন পেশাদারী জীবনের উন্নতির খ্যাতিরে এবং দি বিগ কার্ণিভাল ছবিতে প্রায় সকলেই। এই ছবিটি হলিউডের সবচেয়ে তিক্ততা পূর্ণ ছবি।

মানুষের চরিত্রিক ছদ্মবেশ বা ভূমিকা অভিনয় এবং প্রতারণা সংক্রান্ত বিষয়বস্তু বিশেষত আবেগ সংক্রান্ত প্রতারণা, ওয়াইলডার - এর ছবির জগত জুড়ে রয়েছে। মানুষ অন্যের ছদ্মবেশ অবলম্বন করে বা আবেগের গান করে যে আবেগে তারা নিজেরা অনুভব করে না কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য । প্রায়শই যা মেকি বলে প্রতিভাত তা যর্থার্থ। প্রেমের ভান শেষ পর্যন্ত বাস্তব প্রেমে রূপান্তরিত তাঁর ছবিতে। ওয়াইলডার এক মোহভঙ্গের জগত সৃষ্টি করেন ; এক শস্তা বিস্বাদ দ্বিচারিতাপূর্ণ জগত, বাস্তব হতাশার জগত। তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলিতে এমন এক তীব্র তিক্ততারস্বাদ আচে যা হলিউডে মূল স্রে

াতের মধ্যে এক নমুনা উদ্ভাসিত আলোর ঝলক বলে মনে হয়। তাঁর ছবি যখন ব্ল্যাককমেডি-র চেহারা নেয় তখন তিনি প্রায় তাঁর শিক্ষক লুবিৎস - এর সমকক্ষ হয়ে ওঠেন যিনি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের পাশবিক পরিবেশে হাস্যরসের অবতরণা করেন যেমন ওয়াইলডার সাম লাইক ইট হট ছবিতে সৃষ্টি করেন সেন্ট ভ্যালোনটাইন দিবসের প্রেক্ষাপটে হত্যাকান্ডে। ওয়াইলডার - এর চিন্তার সংগতিই তাঁর বিদ্রুপাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে অত্যন্ত ঝিস্ততার সঙ্গে তাঁকে বিভিন্ন ধরনের ছবির সীমানা লঙঘনে সাহায্য করে। সান্সেট বুলেভার্ড ছবির যথার্থ সুচতুর বিন্যাস, মাধ্যমের ওপর সুনিপুণ দক্ষতাই তাঁকে এক যন্তণাদায়ক শিহরণমূলক এবং নির্মম ক্ষয়িষ্ণু, বঞ্চনা প্রতারণার স্যাঁতসেঁতে পূতিগন্ধময় জগতের ছবি সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। হলিউডের টাকায় হলিউডের জগতকে উলঙ্গ করে মেলে ধরতে বোধহয় এতাবৎ আর কোনো চিত্রনির্মাতার সাহস হয়নি।

ওয়াইলডার -এর নিজস্ব স্বীকৃতি অনুযায়ী তিনি তাঁর স্বরচিত চিত্রনাট্যের নিরাপত্তার তাগিদেই পরিচালকের ভূমিকা গ্রহণে বাধ্য হন। এ বিষয়ে তাঁর শুটিং -এর ভঙ্গী ছিল পুরোদস্তুর ব্যবহারিক। যদি জটিল ক্যামেরার গতিবিধি এবং বিস্ময়কর কম্পোজিশান তাঁর ছবিতে বড় একটা নেই তবু তাঁর ছবি কখনই নীরস বৈচিত্র্যহীন নয়। তাঁর বেশ কয়েকটি দৃশ্য মনের গভীরে থেকে যায়। নরমা ডেসমণ্ডের মানসিক ভারসাম্যহীন চরিত্র গ্লোরিয়া সোয়ানসন রাজোচিতভাবে তাঁর শেষ ধাপে অবতরণ অবিস্মরণীয় ; জ্যাক লেমন খোলা দানবীয় অফিসের পরিপ্রেক্ষিতে অতি খর্বকায় ব্যক্তিত্বহীন কিংবা দি লস্ট ইউকএণ্ড ছবিতে থার্ড অ্যাভিনিউ -এর অগ্নিবর্ষক দাবদাহে বন্ধকী দোকানের খোঁজে ক্লান্তিকর পথচারণ শুধু অবিস্মরণীয় বরং বলা উচিত কোনো সৃষ্টিশীল চিত্রনির্মাতার পক্ষে এমন সিনেমাধর্ম এবং শক্তিশালী দৃশস্যগঠনের ক্ষমতা শুধু দুর্লভ নয়, আদৌ সহজসাধ্য কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com